অ-পরিবর্তন

খানাকুলের রাউতখানায় মেঝেতে পড়ে ব্যালট বাক্স।

গোঘাটের শাওড়া অঞ্চলে বুথের সামনে পুলিশি টহল।

হুগলির আরামবাগের আড়াণ্ডি ২নং এলাকার রাগপুর গ্রামে নির্দলদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত এক তৃণমূল কর্মী

পুরশুড়ার একটি বুথে মহিলাদের লম্বা লাইন।

তারকেশ্বরে বিজেপির বুথ রক্ষায় রাজ্য পাকসু মোর্চার সভাপতি গণেশ চক্রবর্তী

আরামবাগের হিয়াৎপুর এলাকায় প্রকাশ্যে চলছে গুলি।

গুলি, বোমা, ছাপ্পা, ব্যালট ছিনতাই, মারধরে শেষ হল ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বোমাবাজি, গোলাগুলি, বুথ দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভাঙচুর, মারধর ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যে দিয়েই হুগলির আরামবাগ মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হল। বিরোধীরা শাসক তৃণমূল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুঁড়ে দিয়েছেন। যদিও শাসক তৃণমূলের দাবি, নির্দল, বিজেপি ও বামফ্রন্টের যৌথ সন্ত্রাসের জেরে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটলেও মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। আরামবাগের আরাণ্ডী ২নং অঞ্চল এদিন সকাল থেকেই নির্দল ও তৃণমূল প্রার্থীদের অনুগামীদের লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানে বোমাবাজি ও গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে বলে এলাকা সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। একজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। এর জেরে কিছুক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকলেও পরে আবার পুলিশি হস্তক্ষেপে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যান আরামবাগ এস ডি পি ও কৃষ্ণানু রায়, আই সি শান্তনু মিত্রসহ পুলিশ ও র‍্যাফ। এছাড়াও আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের নৈশরাই এলাকায় বেশ কিছু বুথ দখল করে নেওয়া হয় বলে বিজেপি ও সিপিএমের অভিযোগ। এমনকি পুলিশের সামনেই বুথে ঢুকে অবাধে ছাপ্পা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া হিয়াৎপুর এলাকায় ৩৮নং জেলা পরিষদের আসনের সিপিএম প্রার্থী উত্তম সামন্তকেও আক্রমণ করা হয়। সিপিএমের অভিযোগ, দক্ষিণ নারায়ণপুর বুথে যাওয়ার সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। এছাড়াও পৈশাড়া এলাকায় সিপিএম সমর্থক শ্যামপদ চক্রবর্তীকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। এছাড়া বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ৩৮ নং জেলা পরিষদের আসনের বিজেপি প্রার্থী চিরঞ্জিত বারিককে এদিন আবার মারধর করা হয়।

খানাকুল ২নং ব্লকের নতিবপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউতখানা পাত্রপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথটি এদিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের হরিদাস চড়চড়ি ও নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন বিদায়ী স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ মুন্সী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা সশস্ত্র অবস্থায় বুথে ঢুকে হামলা চালায়। তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের বেড়ধক মারধর করে। এমনকি ভোটকর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ব্যালট বাক্স মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। চেয়ার টেবিলও ভেঙে দেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর তৃণমূল প্রার্থীর অনুগামীরা পাল্টা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলির লড়াই শুরু হয়। নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা করা হয়। পরিবারের মহিলাদের উপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এখানে নির্দল প্রার্থী মধুমিতা রাউত জানান, সন্ত্রাসের জেরে তিনি ভোট দিতে যেতেও ভয় পান। এছাড়া খানাকুলের জগৎপুর এলাকায় তরুণ সানা নামে এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ। জানা গেছে, ওই বিজেপি কর্মী ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই তাঁকে লাইন থেকে বের করে এনে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। খানাকুলের চিংড়া এলাকায় এদিন সকালে দুই তৃণমূল কর্মী স্বপন ঘোড়ুই ও শিশির ঘোড়ুইকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন বিদায়ী প্রধান কার্তিক ইশর।

অন্যদিকে পুরশুড়াতেও অশান্তি থামাতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। শ্যামপুর এলাকায় নির্দলের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকদের সংঘর্ষ শুরু হলে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়। চিলাডাঙ্গী ১০৫নং বুথে ব্যালট ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া ডিহিবাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮নং সংসদের ৪২নং বুথে মারধরের ঘটনা ঘটে। ওখানে তৃণমূল প্রার্থী ছন্দা মিত্রের অনুগামীদের উপর নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। প্রার্থীর স্বামী সমীর মিত্র ছাড়াও উদ্ভাস বাগ ও ভারতী বাগ নামে দুই দলীয় কর্মী এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন। তাঁদের সকলকেই তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে রবিবার রাতে পুরশুড়ার ভেড়িয়া এলাকায় নির্দল সমর্থক সেখ মিরাজ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়। এই ঘটনায় সেখ মিরাজ গুরুতর জখম হন। তাঁকে রাতেই আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গোঘাটেও শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন বিরোধী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। তাঁর অভিযোগ, কুসমা, মুন্ডারপুর, শাওড়াসহ যে সমস্ত এলাকায় নির্বাচন হচ্ছে সেখানেই তৃণমূলের বাইক বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনকি প্রার্থীরা পর্যন্ত সকাল থেকে বাইরে বের হতে পারেননি। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই এলাকা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজেও এদিন সকালে এলাকায় ঢুকতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের বাধায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। থানার ওসি থেকে শুরু করে অবজারভার সকলকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক মানস মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, কোথাও কোনও সন্ত্রাস নেই। সকলেই নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছেন। আসলে ওনারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে উল্টোপাল্টা গল্প বলছেন। অন্যদিকে খানাকুল বিধায়ক ইকবাল আহমেদ বলেন, খানাকুলে কোথাও তেমন অশান্তির খবর নেই। শান্তি পূর্ণভাবেই নির্বাচন শেষ হয়েছে।

তৃণমূলের আরামবাগ ব্লক সভাপতি স্বপন নন্দী এবিষয়ে বলেন, বুথ জ্যামের কোনও খবর নেই। ব্যালটে ভোট হওয়ার জন্য কিছুটা দেরি হচ্ছে। কারণ সবাই চায় অন্যের আগে ভোট দিতে। কোথাও কোনও অশান্তি হয়নি। সকলেই শান্তিতেই যে যার ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে। বিরোধীরা তো অভিযোগ করবেই। ওরা তো শুধু আদালতেই চেনে। আমরা মানুষের পাশে থাকি। মানুষের জন্য কাজ করি।

১২ বছর পর ভোট দিলেন ৯৯ বছরের বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ দীর্ঘ ১২ বছর লড়াই করে নিজের ভোটাধিকার ফিরে পেলেন হুগলির পুরশুড়ার বলরামপুর গ্রামের ৯৯ বছরের বৃদ্ধা শ্রীমতী বেরা। দীর্ঘদিন পর সোমবার তিনি আবার নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করলেন। এদিন তিনি ছেলে ও নাতিনাতিনীদের সঙ্গে নিজের পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান স্থানীয় ১৩নং সংসদের ১৪০নং বুথে। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেন, আমি ভীষণ খুশি। এতদিন ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় ভোট দিতে পারেননি। আবার নাম ওঠায় এদিন ভোট দিতে পারলাম। উল্লেখ্য, শ্রীমতী বেরার স্বামী দীর্ঘদিন আগেই মারা গেছেন। তাঁর চার ছেলে। বড় ছেলেও মারা গেছেন। বর্তমানে তাঁর তিন ছেলে এবং নাতিনাতিনীরা রয়েছেন। তাঁদের চাষী পরিবার। বৃদ্ধার বাম চোখটি বয়সের ভারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বাপের বাড়ি খানাকুলের জগন্নাথপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরে গুরুতর চোট লাগে। কিন্তু তবুও তিনি এদিন নিজে গিয়ে ভোট দেন। তাঁর ছেলে নবগোপাল বেরা বলেন, ১৩ বছর আগে তাঁর কাকিমা মারা যান। তখন ভোটার তালিকা থেকে তাঁর কাকিমার নাম বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু পাশাপাশি বাদ পড়ে যায় মায়ের নামও। এরপর মা আর কোনও নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। কারণ সরকারি খাতায় তিনি 'মৃত' থেকে যান। বার বার চেষ্টা করলেও পরিবারের লোকেরা নতুন করে নাম তোলাতে পারেননি। অবশেষে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন। গত বছর তাঁর উদ্যোগেই এবং গ্রামবাসীদের শংসাপত্র নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম ওঠে বৃদ্ধার। এরপর ১২ বছর বাদে এদিন আবার তিনি ভোট দিতে পেরে খুবই খুশি।

বুথ দখল ও এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পঞ্চায়েত ভোটে হুগলির তারকেশ্বরে সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে দেখা যায় দীর্ঘ ভোটারদের লাইন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল যথেষ্ট আনন্দদায়ক। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে বুথ জ্যাম, ছাপ্পা, মারধর করে এজেন্টদের বের করে দেওয়ার খবর আসতে থাকে। ৮৬, ৮৭নং কেশবচকের কুলতেঘরীতে যে বুথ হয়েছিল সেই বুথ থেকে সিপিএম এজেন্টকে বার করে দেওয়া হয় বলে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বুথ জ্যাম করে ভোট করা হয়। ৮২, ৮৩ নং বুথেও ওই একই অভিযোগ বেলা ১২টা পর্যন্ত ঠিকঠাক ভোট পর্ব মিটলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসক দলের শাসানি ও দক্ষিণ কেটেরাতেও এজেন্টকে বুথ থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। পরে জোর করে বার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চাঁপাডাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল ৩৪নং বুথে বিজেপি প্রার্থীকে বুথের ভিতর কিছুক্ষণ থাকার পর মারধর করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে ভোট লুট করা হয় বলে অভিযোগ। ১০৩নং বুথে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রার্থী ও সমিতির প্রার্থীকে বার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রামনগর হাইস্কুলে নির্দল প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ এবং এজেন্টকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বুথ জ্যাম করে ভোট লুট হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। পরে তারকেশ্বর থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এছাড়াও বালিগোড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৩নং বুথে ব্যালট লুট হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। কিছুক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে। পরে আবার ভোট শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকাল পর্যন্ত ১৬জনকে আটক করা হয়।

হুগলিতে নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ সোমবার পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উত্তাল হল হুগলি। এদিন পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে কোন্নগর কানাইপুর নবগ্রাম এলাকায় বাইক বাহিনী দাপিয়ে বেড়াল। কানাইপুর বড়বেহেরায় শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল। বড়বেহেরায় ওই বুথে তিন রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কানাইপুর পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী বিপ্লব বোস জানান, বুথের মধ্যে ঢুকে শাসক দলের গুণ্ডারা ছাপ্পা ভোট মারে। প্রতিবাদ করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। বুথের বাইরে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। চিত্র সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে বাইকবাহিনী তাঁদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, বেধড়ক মারধর করা হয়। তিন চিত্রসাংবাদিক আহত হন। অন্যদিকে কানাইপুর চক্রবর্তী নগরে বুথের ভিতর সিপিএম প্রার্থী পুলক চক্রবর্তীকে মারধর করা হয়। তাঁর নাক ফেটে যায়। কানাইপুর নেতাজী হাইস্কুলে বুথ দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে সাময়িক ভোট বন্ধ হয়ে যায়। কানাইপুর পঞ্চায়েতেরই রিষড়ার শ্রীগুরু বিদ্যালয়ে বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এখানে বিজেপির বুথে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। এদিন সকালে পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতে ১২৬নং বুথে প্রিসাইডিং অফিসার বিশ্বজিৎ কর্মকার অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাশাপাশি পাণ্ডুয়ার সরাই-তিন্না পঞ্চায়েতের সরাই-তিন্না গার্লস হাইস্কুলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে দুটি বোমা পড়লে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ও র‍্যাফ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন বিকালে কানাইপুরের ৯নং সংসদের প্রার্থী আচ্ছালাল যাদব বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। এছাড়াও বেশি কিছু বাইকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া ভাঙচুরও চালা বলে অভিযোগ।

হাজিপুরে দুর্ঘটনায় মৃত গৃহশিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহশিক্ষকের। মৃতের নাম রবীন লাহা(৪৩)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের তেহরিয়া গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি কামারপুকুর থেকে হাজিপুরের দিকে সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। তখন হাজিপুরের কালীতলার কাছে একটি মারুতি ভ্যান তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। স্থানীয় মানুষজন গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তখন চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সিঙ্গুরে ভোট বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। হুগলির সিঙ্গুরের বিঘাটি পঞ্চায়েতের রায় পাড়ায় ১০০ থেকে ১৫০টি পরিবারের বসবাস। দীর্ঘদিন এখানকার বাসিন্দারা রাস্তায় লাইটসহ অন্যান্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলি শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। কোনও কাজ হয় না। দাবি, স্থানীয়দের। তাই ভোট বয়কটের ডাক দেন তাঁরা।

প্রহৃত সাংবাদিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ হুগলির কানাইপুরের একটি বুথে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিক সহ অন্যান্য সাংবাদিকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল শাসকদলের প্রার্থী ও তাঁদের কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহতদের শ্রীরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রড, লাঠি দিয়ে মারা হয়। অন্যদিকে সিঙ্গুরে খবর সংগ্রহ করে গিয়ে শাসক দলের লোকজনদের হাতে মারধর খেয়েছেন বেশ কিছু সাংবাদিক।

পাণ্ডুয়ায় বোমাবাজিতে জখম ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ ভোট চলাকালীন হুগলির পাণ্ডুয়ার সরাই এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় জখম হল ৫ ভোটার। আহতদের মধ্যে একজন মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত সরাই তিন্না গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাই গার্লস স্কুলের সামনে। আক্রান্তদের অভিযোগ, চারটি গাড়িতে করে কয়েকজন যুবক রীতিমতো লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ভোটারদের হুমকি দিতে থাকে। মহিলা ভোটারদের গায়ে হাত দিতে গেলে প্রতিবাদ করেন পুরুষ ভোটাররা। অভিযোগ, তারপরেই দুষ্কৃতীরা তিন তিনটি বোমা ছোঁড়ে। ঘটনায় কমবেশি জখম হয় পাঁচজন। আহতদের পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছুক্ষণের জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর পুনরায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R,
M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।